The Daily Observer

DU to hold first-ever Eid rally

DU correspondent

Dhaka University (DU) will host its first-ever Eid Rally, marking a significant cultural celebration on campus. The event, set to take place on Eid-ul-Fitr morning, promises to unite the university community in an unprecedented display of solidarity and festive spirit.

Spearheaded by Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan, the rally will commence at 8:00am following the first Eid congregation at Masjidul Jami'a, the university's central mosque. The procession will wind its way through key campus landmarks, including the TSC (Teacher-Student Centre), before culminating at the poignant Smriti Chirantan Square.

Asif Mahmud Sajib Bhuiyan, adviser of the interim government, posted on Facebook sharing this update: "Thank you to the Dhaka University administration for this initiative. Let our Eid be filled with festivity. May no one's Eid be boring."

Mohammad Rafiqul Islam, Acting Director of the university's Public Relations Office, emphasised the historical significance of this event. "This is a groundbreaking moment for Dhaka University," he stated, highlighting that no such Eid Rally has ever been organised on campus previously. The rally will bring together faculty members, students, and staff in a unified celebration of the holy occasion.

সময়ের আলো

‘ঈদ র‍্যালি’ করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

● নিজস্ব প্রতিবেদক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঈদ র‍্যালি বের করা হবে। সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআয় ঈদুল ফিতরের প্রথম জামাতের পর এই র‍্যালি শুরু হবে।

র‍্যালিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নেতৃত্ব দেবেন। র‍্যালিটি টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করবেন।

আজকের পত্রিকা

ঈদে শোভাযাত্রা করবে ঢাবি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঈদ শোভাযাত্রা বের করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ঈদের দিন সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে ঈদুল ফিতরের প্রথম জামাতের পর শোভাযাত্রাটি বের করা হবে। শোভাযাত্রাটি টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হবে। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেবেন।

• ঢাবি সংবাদদাতা

The Daily Sun

DU to hold ‘Eid Rally’ for very first time

Daily Sun Report, *Dhaka*

Dhaka University (DU) is set to organise its first-ever ‘Eid Rally’ in celebration of Eid-ul-Fitr. The rally, led by Vice-Chancellor Professor Dr Niaz Ahmed Khan, aims to bring together students, teachers, officials, and employees of the university to celebrate the festive spirit.

According to a press release issued by the university's public relations office on Friday, the rally will begin at 8am on Eid day from the university's central mosque, following the first Eid congregation.

The participants will then march towards Smriti Chirantan Chattar, passing through the TSC intersection.

The university authorities hope that this initiative will promote unity and festive spirit within the DU community.

মানবজমিন

৪ | মানবজমিন

ঢাবিতে হবে ‘ঈদ র‍্যালি’

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার: পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঈদ র‍্যালি বের করা হবে। এই র‍্যালিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নেতৃত্ব দেবেন। শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিস থেকে প্রেরিত এক বার্তায় এমনটা জানানো হয়। এতে বলা হয়, ঈদের দিন সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'য় ঈদুল ফিতরের প্রথম জামাতের পর র‍্যালি শুরু হবে। র‍্যালিটি টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করবেন।

বণিক বার্তা

ঈদের দিনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকছেন সহস্রাধিক শিক্ষার্থী

আনিসুর রহমান ■

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ২৪ মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটাতে এরই মধ্যে হল ছেড়েছেন শিক্ষার্থীরা। তবে বরাবরের মতো এবারো ক্যাম্পাসেই ঈদ করছেন হাজারখানেক শিক্ষার্থী। কারো পারিবারিক সমস্যা, কারো আবারো ঈদের পরেই চাকরির পরীক্ষা। কেউ কেউ বাড়ি যাচ্ছেন না রুটি-রুজির অবলম্বন খণ্ডকালীন চাকরিটা বাঁচানোর তাগিদে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বন্ধের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল মিলিয়ে হাজারখানেক শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে বেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন ফজলুল হক মুসলিম হল, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, বিজয় একাত্তর হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, মাস্টার দা সূর্যসেন হল, রোকেয়া হল ও অন্যান্য নারী হলে। আবাসিক হলভেদে ঈদে থেকে যাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য মাথাপিছু ৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা পর্যন্ত বাজেট রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বিভিন্ন হলে খাবারেও রয়েছে ভিন্নতা। তবে সকালের নাশতায় লাচ্ছা-সেমাই, ফিরনি কিংবা মিষ্টি থাকবেই; সঙ্গে থাকতে পারে রুটি-পরোটা, ভুনা খিচুড়ি কিংবা ডিম। মধ্যাহ্নভোজে থাকছে পোলাও, বিরিয়ানি, তেহারি কিংবা খিচুড়ি; সঙ্গে মুরগির রোস্ট, গরু কিংবা খাসির মাংস। সঙ্গে থাকছে কোমল পানীয় কিংবা দই।

ঐতিহ্য ধরে রাখা ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতেই এ আয়োজন বলে জানিয়েছেন প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ-আল-মামুন। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা বাড়ি যায় না। কারো পরীক্ষা, কেউবা খণ্ডকালীন চাকরির সূত্রে ঢাকায় থেকে যায়। আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেসব শিক্ষার্থীর সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেয়। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।'

এ আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এবারের আয়োজনের ভিন্নতার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ বছর আমরা খাবারের মান বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গত সপ্তাহে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার ঈদের দুটি মিল দেয়া হচ্ছে। বিগত বছরগুলোয় শুধু সকালের নাশতা দেয়া হতো, এবার সকালের নাশতার পাশাপাশি দুপুরের খাবারও দেয়া হবে।'

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল ছবি : ফাইল/নিজস্ব আলোকচিত্রী

ঈদের দিনেও ঢাকা

শেষ পৃষ্ঠার পর

এদিকে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ক্যাম্পাসে ঈদ শোভাযাত্রার আয়োজন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঈদের দিন সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআয় ঈদুল ফিতরের প্রথম জামায়াতের পর এ আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু হবে। শোভাযাত্রাটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেবেন।

ঈদ আনন্দে বৈচিত্র্য আনতেই প্রথমবারের মতো এ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক বিদিশা। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীসহ বিভিন্ন সার্কেলের সঙ্গে আমরা বিভিন্নভাবে ঈদ উদযাপন করি। ঈদকে আরেকটু নতুন আঙ্গিকে উদযাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঈদ র‍্যালি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঈদের আনন্দ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে এ প্রয়াস।' কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রথমবারের মতো এ উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে জানিয়ে তিনি বলেন, 'সব উদ্যোগই যে বিশেষ প্রেক্ষাপটে নেয়া হবে বিষয়টি এমন নয়। মূলত ঈদ হলো একটি উৎসব, আনন্দের বিষয়। আনন্দটাকে আরেকটু বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে, রঙিন করতে, নতুন মাত্রা দিতে ঈদ র‍্যালি সংযোজনের চিন্তা করা হয়েছে। ঈদকে আরেকটু আনন্দঘন করতে এ নতুন সংযোজন।'

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ফলে ছুটি শেষে ৬ এপ্রিলের পর শিক্ষার্থীদের সমভারণায় ফের মুখরিত হয়ে উঠবে দেশের প্রাচীনতম এ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান রাফি বলেন, 'পরিবারের সঙ্গে আনন্দে ছুটি কাটাতেই মানুষ বাড়িতে ফেরে। তবে বাড়ি ফেরার উপলক্ষটা আমি পাই না। এখন হলে ঈদ করলে ভালো লাগে। হলই এখন আমার পরিবার হয়ে উঠেছে।'

স্যার এএফ রহমান হলের শিক্ষার্থী সানি সরকার বলেন, 'ঈদ মানেই আনন্দ, তা যখন পরিবারের সঙ্গে হয়, তখন অন্য রকম অনুভূতি কাজ করে। এবার কিছু ব্যক্তিগত কারণে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করা হচ্ছে না আমার। আমাদের হলের আরো অনেকেই ঈদ করবেন হলে থেকে।'

মানবজমিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি

আফজাল হোসেন: দিন যত যাচ্ছে ততই ঘনিয়ে আসছে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। দিনটিকে বরণ করে নিতে তৈরি হচ্ছে সর্বস্তরের মানুষ। বসন্তের রঙিলা পালকিতে চড়ে আসা বাংলা নববর্ষ ১৪৩২কে স্বাগত জানাতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাবি'র চারুকলা অনুষদ। পহেলা বৈশাখকে বরণ করতে ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রতিবছরের মতো এবারো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। উৎসবের আনন্দে ভরে উঠবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং একাত্মতা উদযাপিত হবে, যা এখন দেশব্যাপী একটি পরিচিত সাংস্কৃতিক আয়োজনে পরিণত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ঢাবি'র চারুকলা অনুষদে সরজমিন ঘুরে দেখা যায়, পহেলা বৈশাখকে রাঙিয়ে তুলতে ছাত্র-শিক্ষকদের তুমুল ব্যস্ততা ছায়াঘেরা চারুকলায়। শিল্পী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা মগ্ন হয়ে কাজ করছেন মঙ্গল শোভাযাত্রার বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করতে। বাঁশ, বেত, কাঠ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বাঘ, ঘোড়া, পরী, ছাগল, গাছ, মাছসহ বাঙালি ঐতিহ্যের বিভিন্ন প্রতীক। শোভাযাত্রায় বহন করা বিভিন্ন শৈল্পিক কাঠামো নির্মাণে বাঁশ-কাঠ ব্যবহার করছেন শিল্পীরা। হাতুড়ি-পেরেকের শব্দ চারদিকে। মগ্ন হয়ে ছবি আঁকছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের আঁকায় উঠে আসছে বাংলার রূপ-ঐতিহ্য। কেউ বা কাগজ কেটেছেঁটে তৈরি করছেন বাংলার বাঘ, সমৃদ্ধির প্রতীক লক্ষ্মীপ্যাঁচাসহ হরেক প্রাণীর মুখোশ ও কাঠামো।

এবারের শোভাযাত্রার মূল প্রতিপাদ্য 'নববর্ষে ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'। শোভাযাত্রা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং এতে দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এবারের শোভাযাত্রায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষার প্রতি। প্লাস্টিক ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বৈরাচারের প্রতীকী ভাস্কর্য ছাড়াও শোভাযাত্রায় বড় আকারে রাজা-রানীর অন্তত চারটি মুখোশ, বাঘ, প্যাঁচা, পাখি, ফুল ও এসবের শতাধিক মুখোশ থাকবে। এদিকে, এ বছর মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা শোনা গেলেও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। চারুকলা অনুষদের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা প্রতি বছরই এই শোভাযাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে চিত্রকর্ম বিক্রি করে। এই অর্থ দিয়েই তৈরি হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রার নান্দনিক সৌন্দর্য। অনুষদের শিক্ষার্থীরা তৈরি করছে বিভিন্ন চিত্রকর্ম। লক্ষ্য একটাই বর্ণিল আয়োজনে প্রাণের বৈশাখ উদযাপন। এদিকে প্রতি বছর চারুকলা অনুষদের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজনের প্রস্তুতির দায়িত্বে থাকলেও এবার তা না হয়ে একাডেমিক ভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যৌথ সমন্বয়ে আয়োজন করা হচ্ছে। এবারের পহেলা বৈশাখের আয়োজনকে 'স্বজনপ্রীতিদুষ্ট ও দেশের পরিবর্তনকালীন সময়ে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী' আখ্যায়িত করে এ আয়োজন ও আয়োজক কমিটিকে বর্জনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন ঢাবি চারুকলা অনুষদের (২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ) ২৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, এবার একাডেমিকভাবে বৈশাখ আয়োজন করার এই সিদ্ধান্ত অনুষদে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, ছাত্র প্রতিনিধি কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় খুবই অতর্কিতভাবে নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম বলেন, বিগত বছরগুলোতে একটি নির্দিষ্ট ব্যাচ মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করতো। তাদের মধ্যে কোনো জবাবদিহিতা ছিল না, আয়-ব্যয়ের হিসাব তারা কর্তৃপক্ষকে জানাতো না- তাই এবার এর ব্যতিক্রম হচ্ছে যেন জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এবার একাডেমিক ভাবে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষদের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ বছর নিয়মিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে একাডেমিকভাবে মঙ্গল শোভাযাত্রা পালন করা হচ্ছে। দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা চাইলে আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ জন্য আমরা সকলের জন্য আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করেছি। আবু সাঈদের ভাস্কর্য নিয়ে তিনি বলেন, যেহেতু আবু সাঈদের পরিবার এটা পছন্দ করছে না- তাই আমরা ভাস্কর্য বা মূর্তি রাখবো না। যেহেতু আমরা সমগ্র জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করি সেহেতু সমাজের সকল স্টেক হোল্ডাররা যা চাইবে তাই হবে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকছে বর্ণিল পোশাক, নানা ধরনের শিল্পকলা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে শোভাযাত্রার চলাকালীন বর্ণাঢ্য সংগীত, নৃত্য এবং লোকজ সংস্কৃতি পরিবেশন করা হবে। পহেলা বৈশাখের অন্যতম আকর্ষণ এই মঙ্গল শোভাযাত্রা ইতিমধ্যেই ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। শোভাযাত্রা শুধু সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, এটি সামাজিক সচেতনতা তৈরিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিশেষত, দেশের একতার প্রতীক হিসেবে মঙ্গল শোভাযাত্রা বাঙালির ঐতিহ্যকে যুগে যুগে ধরে রাখবে। ঢাবি চারুকলা অনুষদের সকল সদস্য এবারও তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে এই উৎসবকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রস্তুত। এবারের আয়োজন হবে আরও রঙিন, আরও প্রাণবন্ত এবং আরও ঐতিহ্যবাহী, যাতে পহেলা বৈশাখকে বরণ করে নেয়া যায় এক অনাবিল আনন্দের সঙ্গে।

নয়া দিগন্ত